চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) চারুকলা ইনস্টিটিউটের দশম দিনের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের একমাত্র দাবি ‘মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তর’ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি প্রশাসন। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু সেই কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চবির প্রক্টর ড. রবিউল হাসান ভূঁইয়া বলেন, চবি প্রশাসন ও চারুকলার শিক্ষকরা চারুকলায় চলমান নানা সমস্যা ও শিক্ষার্থীদের দাবি নিয়ে কাজ করার জন্য ছাত্র উপদেষ্টাকে প্রধান করে একটি ১৩ সদস্যের কমিটি গঠন করে। এ কমিটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চারজনের একটি কমিটি একত্রিত হয়ে কাজ করবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধÑ তারা ক্লাসে ফিরুক।

advertisement

কমিটিতে আছেন চবির সহকারী প্রক্টর মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মরিয়াম ইসলাম, চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রণব মিত্র চৌধুরী, অধ্যাপক ঢালী আল মামুন, সহযোগী অধ্যাপক শায়লা শারমিন, কাজল দেবনাথ, সুব্রত দাশ, আতিকুল ইসলাম, প্রভাষক ওবায়দুল কবির, ন্যাইরাহ ফারজানা, হ্লাউ বাই শু চৌধুরী ও সাদাত উদ্দিন আহমেদ এমিল।

advertisement 4

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী এপ্লাইড আর্টের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী জহির রায়হান বলেন, উপাচার্যসহ ত্রিপাক্ষিক যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। উপাচার্য আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসেননি। আমরা প্রস্তাবিত ওই কমিটি মানি না। আমাদের আর কোনো প্রতিনিধি দল প্রশাসনের সঙ্গে বসবে না। প্রশাসন ও শিক্ষকরা সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে। তিনি আরও বলেন, কোনো সমস্যা নিয়ে আমরা আর কাজ করতে চাই না। আমাদের একটাই দাবি মূল ক্যাম্পাসে ফেরত যাওয়া। আমাদের

শিক্ষক ও চবি প্রশাসন এ দাবির ওপর আলোকপাত না করে বারবার আমাদের সময় নষ্ট করছেন। তারা যে কমিটি গঠন করেছেন সে কমিটির নামও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আন্দোলন চলাকালে গত শুক্রবার রাতে উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতারসহ প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা নগরীর বাদশা মিয়া সড়কে অবস্থিত চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, উপাচার্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা না বলেই চারুকলা ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। অন্য শিক্ষকরাও চলে যান পুলিশ পাহারায়। এর একদিন পর গঠন করা হলো কমিটি।

আন্দোলনের সূত্রপাত হয় গত ২ নভেম্বর পাঠদান ভবনের চতুর্থ তলার তৃতীয় বর্ষের পেইন্টিং শাখার কক্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের এপ্লাইড আর্ট শাখার কক্ষের সিলিং ঝরে পড়াকে কেন্দ্র করে। কক্ষ দুটির অবস্থান ভবনের দুই প্রান্তে। বিষয়টি পরিচালককে জানানো হলে তিনি ওই অবস্থায় ক্লাসে ফিরে যেতে বলেন। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে ক্লাস বর্জন শুরু করেন। পরের দিন থেকে সকাল আটটা থেকে পাঁচটা ২২ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন ও ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করে।

এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি নিয়ে শিক্ষক ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বেশিরভাগ বৈঠকে শিক্ষার্থীদের দাবি মানা হয়নি। ফলে প্রতিবারই শিক্ষার্থীরা আলোচনা ছেড়ে উঠে আসেন। নিজেদের এক দফা দাবি নিয়ে অটল থাকেন।

সার্বিক বিষয় নিয়ে আইন বিভাগের অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন বলেন, মানুষের জন্যই আইন। এখানে আইনি জটিলতা বা সময় সাপেক্ষ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চারুকলা ইনস্টিটিউট আর্ট কলেজ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে চলে আসবে। এ রকম একটা সিদ্ধান্তেই চারুকলা শহরে গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হলে সব নথিপত্র গুছিয়ে অনুমতি নিয়ে আসা হোক। তারা কি শিক্ষার্থীদের সমস্যা বুঝবেন না?।